রাষ্ট্রপতির সঙ্গে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সঙ্গে মেহেরপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বলে জানা গেছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় তৃতীয় শ্রেণীর মাদ্রাসা ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নাবিল নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত নাবিল হোসেন (১০) উপজেলার মানিকনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে এবং মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুর আড়াইটার সময় নাবিল মাদ্রাসা থেকে দুপুরের খাবার খেতে বাড়িতে আসে, খাবার খাওয়া শেষে সাইকেল যোগে মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে মুজিবনগর মেহেরপুর সড়কের জৈনেক আহমদ হুজুরের বাড়ির নিকট

পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেল সাথে তার সাইকেলের ধাক্কা লাগে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নাবিল ছিটকে রাস্তার উপর পড়লে পাশ দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ঘাতক ট্রাক ও মোটরসাইকেলটি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।
এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনা সত্যতা স্বীকার করে জানান, খবর পেয়ে আমি সহ মুজিবনগর থানার টিম ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে ঘাতক ট্রাক এবং মোটরসাইকেলটি আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সেই সাথে পলাতক মোটরসাইকেল চালক এবং ট্রাক চালককে সনাক্তের কাজ চলছে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে আরিশা খাতুন (২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিশা খাতুন করমদি গ্রামের রাকিবুল ইসলামের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে খেলছিল আরিশা। একপর্যায়ে সবার অজান্তে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পরিবারের লোকজন তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় আরিশাকে উদ্ধার করা হয়।

পরে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান নয়ন জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করা হবে। একই সঙ্গে পুকুর ও জলাশয়ের আশপাশে শিশুদের চলাফেরার সময় অভিভাবকদের আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করল মৎস্যজীবী দল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করা হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটিকামারী জলমহলে এ মৎস্য অবমুক্ত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনারুল হক কালু, ‘জনতার চেয়ারম্যান’ শফিকুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য কিয়ামদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. মুখলেসুর রহমান জাফর এবং চাঁদবিল মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. সাব্দার আলী।

এ সময় যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে ইমামের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে জীবন বীমার নামে টাকা নেওয়া ও পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মাসুদ খান বলেন, তিনি বিদেশে কর্মরত থাকাকালে ২০১৫ সালে রোকনুজ্জামান তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার হাসিকে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে জীবন বীমা করার প্রস্তাব দেন। ১০ বছরে ৫ লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে বলে তাকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি টাকা দিতে কোনো তালবাহানা করলে তিনি নিজে সব টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামান প্রতি বছর ৫৫ হাজার ১৫০ টাকা করে নিয়ে মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লাভসহ ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫৮০ টাকা পাওনা হয়েছে বলে দাবি করেন মাসুদ খান।

তিনি বলেন, পাওনা টাকা ফেরত চাইলে রোকনুজ্জামান বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে টাকা দেবেন না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

রোকনুজ্জামান হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হওয়ায় তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে জীবন বীমার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এখন ওই টাকা ফেরত না দিয়ে আত্মসাতের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ঘটনায় রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে

পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

‘দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬’ কর্মসূচি উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে প্রচার-পূর্ব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রুপায়ন দেব।

সভায় নির্বাহী অফিসার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে সকাল ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (তদন্ত) সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. মো. তাজুল ইসলামের গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশে মান্ধাতা আমলের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: বিকল্পের সন্ধানে’। গবেষণাটির ইংরেজি শিরোনাম ‘Archaic Quandary of Criminal Justice System in Bangladesh: Quest for the Alternative’।

গবেষণায় বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পুরোনো আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার

ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার সম্ভাবনা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা-ভোসে) দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।

পিএইচডি অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ড. মো. তাজুল ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক, গবেষক দল ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণ ও বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে ড. মো. তাজুল ইসলাম মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৮৪ সালের ৩১ জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কুশোডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ২০০০ সালে এসএসসি এবং ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ২০০৬ সালে এলএলবি (অনার্স) এবং ২০০৭ সালে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগ থেকে মাস্টার্স এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ থেকে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তৃতীয় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৮ সালে সহকারী জজ হিসেবে খুলনা জেলা জজশিপে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর বিচারিক কর্মজীবন শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলাজট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি প্রশংসিত

হয়েছেন। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২০২২ সালে ৫৫টি হত্যা মামলা নিষ্পত্তি করে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি।

বিচারিক কর্মজীবনের পাশাপাশি আইন ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করে আসছেন ড. মো. তাজুল ইসলাম। মামলাজটমুক্ত ও কার্যকর বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিচারপ্রার্থী মানুষের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাকে তিনি অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছেন।

আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিচারব্যবস্থা, বিচারিক সংস্কার ও মামলাজট নিরসনের বিষয়ে আগ্রহ তৈরিতেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ড. মো. তাজুল ইসলাম আইন গবেষক ও কলামিস্ট হিসেবেও পরিচিত। সমসাময়িক আইন, বিচারব্যবস্থা ও বিচারিক সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন।

তাঁর লেখা ‘সাংবিধানিক আইনের সহজপাঠ’, শিশু আইনবিষয়ক ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the Causes with Prevention and Rehabilitation’ এবং ‘বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা: স্বাধীনতার ৫০ বছর’—এই তিনটি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু আইনবিষয়ক তাঁর বইটি বিশ্বের নয়টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. মো. তাজুল ইসলাম বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বাবা আবুল হোসেন ছিলেন অধ্যাপক (অব.) এবং মা জামিলা বেগম ছিলেন গৃহিণী।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে দেশের বিচারব্যবস্থার উন্নয়ন, মামলাজট নিরসন এবং বিচারপ্রার্থী মানুষের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা ড. মো. তাজুল ইসলাম চালিয়ে যাচ্ছেন, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন তাঁর সেই

পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ ও বেগবান করবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

মেহেরপুরে পরীক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহিৃতে এসএসসি মডেল টেস্ট

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০২৭ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি প্রথম পত্রের মডেল টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার জেলার তিন উপজেলার ১২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার ৭৫৬ জন শিক্ষার্থী ১১টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষায় অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর করা এবং মূল পরীক্ষার আগে তাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক, ট্যাগ অফিসার ও শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরপত্র সংরক্ষণ ও প্রেরণের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এবং ২৬ সেপ্টেম্বর গণিত বিষয়ের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়সহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, তিন বিষয়ের মডেল টেস্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এর ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষার আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে

পারবে।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, প্রতিটি বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ৫৬ জন করে পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি নেওয়া হয়নি।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষার্থীদের খাতার জন্য পরীক্ষার্থীপ্রতি চার টাকা করে দিয়ে একটি পরীক্ষা তহবিল গঠন করেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই তহবিলের অর্থে খাতা ক্রয় করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার মেটানো হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তহবিল থেকে।

সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার মাহবুবুল হক জানান, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে মেহেরপুর জেলার পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা বোর্ডের ১০টি জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে ২০২৬ সালে জেলাটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি বা সন্ধানীর মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো ফল করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর দুর্বল ফলাফল এখনো জেলাটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পিছিয়ে রাখছে।

রাজনীতি মানুষের জন্য, না মানুষ রাজনীতির জন্য?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য হলো-রাষ্ট্র মানুষের জন্য। মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে নিজের অধিকার, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য; রাষ্ট্র মানুষকে সৃষ্টি করেনি। জন লক মনে করতেন, মানুষ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র গঠন করেছে। রুশো রাষ্ট্রকে দেখেছেন সামাজিক চুক্তির ফল

হিসেবে, যার বৈধতার উৎস জনগণ ।

আর আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি-“Government of the people, by the people, for the people”-এই ধারণাকেই আরও সুদৃঢ় করে। তবে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে-আইন মানা, কর প্রদান, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং দেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা।

কিন্তু অগ্রাধিকার সবসময় মানুষের, কারণ রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান; মানুষই তার মালিক । আর সেই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো রাজনীতি । তাই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ-রাজনীতি মানুষের জন্য, নাকি মানুষ রাজনীতির জন্য ?

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মানুষকে “Political Animal” বলেছিলেন। এর অর্থ, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; তাই ন্যায়বিচার, শাসন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাজনীতির প্রয়োজন । রাজনীতির জন্ম মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য, বিভক্ত করার জন্য নয় । কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি মানুষের সেবার পরিবর্তে ক্ষমতার সিঁড়িতে পরিণত হয়েছে । বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্ন এক সত্যের সাক্ষী । ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন-প্রতিটি সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সাধারণ মানুষ । মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার দাবিই রাজনীতিকে অর্থবহ করেছে । অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় নাগরিক পরিচয়ের ওপর প্রাধান্য পেয়েছে ।

এই পরিবর্তনের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আজও আমাকে ভাবায়। প্রায় এক যুগ আগে ডিএমপির এক থানায় ওসি হিসেবে কর্মরত এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম । এমন সময় তার বিয়ের দাওয়াতের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো । সে আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে গেল ।

খাবারের টেবিলে বসার পর তিনি জানতে চাইলেন, “এটা কার বিয়ে?” উত্তর এলো-বিরোধী দলের এক সাবেক এমপির মেয়ের । মুহূর্তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল । তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন, “চলো, আর খাওয়া যাবে না । ঊর্ধ্বতনরা জানলে আমার পোস্টিং-প্রমোশন ঝুঁকিতে পড়বে ।” আরেকজন পরিচিত, যিনি একটি মহানগরের অতিরিক্ত কমিশনার ছিলেন, একদিন বলেছিলেন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার রুমমেট একই শহরে থাকলেও কখনো অফিসে ডাকার সাহস পাননি । কারণ, কেউ দেখে ভুল ব্যাখ্যা করলে পেশাগত সমস্যায় পড়তে হতে পারে ।

এই দুটি ঘটনা কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়; বরং এমন এক বাস্তবতার

উদ্দেশ্য । রাজনীতি তখনই সফল, যখন কৃষক ন্যায্য মূল্য পান, শ্রমিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারেন, শিক্ষার্থী স্বপ্ন দেখার সাহস পায় এবং ভিন্নমত প্রকাশ করতেও ভয় লাগে না ।

কারণ রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি ক্ষমতার চেয়ারে নয়, মানুষের আস্থায় । সুতরাং মানুষকে রাজনীতির জন্য নয়; রাজনীতিকে মানুষের জন্য ফিরিয়ে আনাই আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।

লেখকঃ মাহবুবুর রহমান বকুল,
বিএসএস (সম্মান), রাষ্ট্রবিজ্ঞান
এলএল.এম.-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) মাস্টার্স-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের (পিএফজি) ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ওভারট্রাম্প রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফসিডিও-এর অর্থায়নে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় আয়োজিত সভায় পিএফজির সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, স্ব-মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পিস অ্যাম্বাসেডর মো. সিরাজ উদ্দীন। সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন। সভায় মূল আলোচনা ও পিএফজির স্ব-মূল্যায়ন বিষয়টি উপস্থাপন করেন এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ। পরে পিএফজি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে পিএফজি কোন পর্যায়ে রয়েছে, এর অর্জন, সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ

করণীয় চিহ্নিত করা হয়।

সভায় গত ত্রৈমাসিকের কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। এ সময় পিএফজির সম্মিলিত উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন, নারী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কালীগাংনীতে আলোচনা সভা এবং ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের (ওয়াইপিএজি) মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া এলাকা চিহ্নিত করা হয়। সেখানে স্থানীয় জনগণ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মো. জব্বারুল ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. আল মাসুম, জাতীয় পার্টির মামলত হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নারী প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে ইভট্রিসিয়া সুমি বিশ্বাসসহ সংশ্লিষ্ট পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিএফজি সদস্যরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভা শেষে পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন ও আজমল হোসেন মিন্টু বলেন, “আজকের স্ব-মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে আমরা পিএফজির বর্তমান অবস্থান আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি।” তারা আরও বলেন, নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহিংসতা প্রতিরোধ, পারস্পরিক সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সম্প্রীতি জোরদারে আরও সক্রিয় ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন, পিএফজির সম্মিলিত উদ্যোগ ও স্থানীয় অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেহেরপুরে শান্তি, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সামাজিক সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হবে।